কুরআন দিয়ে
নিজের চিকিৎসা করুন

মূল
আবুল ফিদা মুহাম্মাদ ইজ্জত মুহাম্মাদ আরেফ

অনুবাদ
হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী
উপাধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

সবুজপত্র

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করছি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে তাদের রোগের উপশমকারী ও রহমত। কিন্তু এসত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

[সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২]

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ »

"তোমরা যাবতীয় রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে (চিকিৎসায়) দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধর– মধু এবং কুরআন।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৪৫২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

« خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ »

"সর্বোত্তম ঔষধ হচ্ছে, আল-কুরআন।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫০]

***

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন হচ্ছে নিরাময় ও রহমত

মানসিক ও শারীরিক এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় রোগ ব্যাধির পরিপূর্ণ চিকিৎসা হচ্ছে আল-কুরআন। তবে এ থেকে নিরাময় লাভের তাওফীক সবাইকে দেওয়া হয় না; সবাই এর উপযুক্তও নয়।

রোগী সততা, আস্থা, পরিপূর্ণ কবুল, অকাট্য বিশ্বাস এবং এর যাবতীয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে যদি এ কুরআনকে তার রোগের উপর উত্তমভাবে প্রয়োগ করে তাহলে কোনো ব্যাধিই কখনো এর মোকাবিলা করতে পারবে না।

কিভাবে রোগ-ব্যাধি আসমান-যমিনের মালিকের ঐ কথার মোকাবিলা করবে, যা তিনি পাহাড়ের উপর নাযিল করলে পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত? যমিনের উপর নাযিল করলে যমিনকে বিদীর্ণ করে দিত?

সুতরাং, শরীর ও মনের এমন কোনো রোগ নেই অথচ আল-কুরআনে তার চিকিৎসার পথ দেখানো আছে, এর প্রতিকার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বুঝ দান করেছেন, সে-ই কেবল এ থেকে সার্বিক সুস্থতা লাভ করে ধন্য হয়।

কুরআন যাকে নিরাময় করবে না আল্লাহও তাকে নিরাময় করবেন না। আর যার জন্যে কুরআন যথেষ্ট নয়; আল্লাহও তার জন্যে যথেষ্ট হবেন না। [যাদুল মা'আদ ইবনুল কাইয়্যেম খণ্ড-৩, পৃ. ১৭৮-১৭৯]

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের ভূমিকা	১০
মহান আল্লাহ ছাড়া ক্ষতিকে অপসারণ করার আর কেউ নেই	১৪
আল-কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে দলীল কী?	১৭
রোগ থেকে বেঁচে থাকা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম	২৭
অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত	৩৩
আল-কুরআনে আয়াতে শিফা (নিরাময়ের আয়াতসমূহ)	৩৫
আল-কুরআনের কতিপয় সূরা ও আয়াতের ফযিলত	৩৭
মানসিক রোগের চিকিৎসায় আল-কুরআন মহৌষধ	৪৫
সব ধরনের রোগের চিকিৎসায়	৪৭
আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা	৪৮
মাথা ব্যথার চিকিৎসা	৪৯
যাবতীয় চক্ষূরোগ চিকিৎসা ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে	৫২
দাঁতের ব্যথার জন্যে	৫২
কণ্ঠনালীর ব্যথায়	৫৩
নাকের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা	৫৪
বধিরতার চিকিৎসায়	৫৫
যাবতীয় চর্ম রোগের চিকিৎসায়	৫৬
মাথার খুসকি নিরাময়ে	৫৭
বিষাক্ত ফোঁড়ার চিকিৎসায়	৫৭
যাবতীয় বক্ষ ব্যাধির চিকিৎসায়	৫৮
লিভার, পাকস্থলী, হৃদকম্পন বৃদ্ধি, বক্ষ ও হৃদ রোগের চিকিৎসায়	৬০
অর্শ্ব রোগের চিকিৎসা	৬১
কাঁপুনি (ভীতি) এবং বিষ নষ্ট করার চিকিৎসায়	৬২

মহান আল্লাহ ছাড়া ক্ষতিকে অপসারণ করার আর কেউ নেই

নিশ্চয়ই সকল কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এবং একমাত্র তিনিই সবকিছু করতে সক্ষম, সবকিছুর প্রতি অনুগ্রহকারী একমাত্র তিনি। সুতরাং তিনি দয়া না করলে আর কে করবে? তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর বিশাল ক্ষমতা ও রহমতে যাবতীয় বিপদ-মুসিবত অপসারণ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِ ﴿٧٩﴾ وَ
اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِیْۤ
اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِیْ خَطِیْٓـَٔتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ ﴿٨٢﴾ ﴾

"যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে আহার্য দেন। তিনিই আমার পানীয় যোগান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনি আমাকে আবার নতুন জীবন দেবেন। বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকে আমি এ আশা করব যে, তিনি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।" [সূরা ২৬: শু'আরা ৭৮-৮২]

অতএব, তাঁর শেফা ছাড়া কোনো শেফা নেই, তাঁর বিপদমুক্তি ছাড়া কোনো বিপদমুক্তি নেই এবং তাঁর শক্তি ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِنْ یَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ یُّرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلَا رَآدَّ
لِفَضْلِهٖ ؕ یُصِیْبُ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ﴾

আল-কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে দলীল কী?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত। কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" [সূরা ১৭: বনী ইসরাঈল ৮২]

কুরআনে কারীমের এ মহান আয়াত নিয়ে যিনি গবেষণা করবেন তিনি নিশ্চিতভাবে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআন নিরাময় এবং রহমত। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এ হচ্ছে আল্লাহর সে কালাম, যার সামনের অথবা পেছনের কোনো দিক থেকেই বাতিল আসতে পারে না।

সকল পবিত্রতা সে সত্তার জন্যে, যার নির্দেশ ك (কাফ) এবং ن (নূন)-এর মধ্যে নিহিত। তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন বলেন, ﴿ كُنْ ﴾ হয়ে যাও। আর তখনই তা হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হবে; আর তা كُنْ শব্দের মধ্যে। যদি শুধু তাঁর كُنْ শব্দের মধ্যে এমন প্রভাব থাকে তাহলে তাঁর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কালামের প্রভাব কেমন হবে? যাতে তিনি বলেছেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

মানসিক রোগের চিকিৎসায় আল-কুরআন মহৌষধ

ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

- আমি আশ্চর্যান্বিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ভীতস্বন্ত্রস্ত হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

"আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ১৭৩] এর শরণাপন্ন হলো না। কেননা, আমি এরপরই আল্লাহ তাআলার এ বাণী দেখেছি,

﴿ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ﴾

"অতঃপর আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা ফিরে এলো।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ১৭৪]

- (তিনি আরো বলেন,) আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে পেরেশানিতে নিমজ্জিত হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার এই বাণীর আশ্রয় নিল না,

﴿ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴾

"(হে আল্লাহ তাআলা), আপনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, আপনি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।" [সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৭]

কারণ, আমি এরপরই আল্লাহর ঐ বাণী দেখেছি,

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে (তার মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মুমিন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি।" [সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৮]

মাথা ব্যথার চিকিৎসা

আপনার নিজের ডান হাতে রোগীর মাথা (টিপে) ধরবেন এবং পড়বেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾

"এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস (করার উপায়) ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র।" [সূরা ২; বাকারা ১৭৮]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴾

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর থেকে (বিধি-নিষেধের বোঝা) লঘু করে (তোমাদের জীবন সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে।" [সূরা ৪; নিসা ২৮]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ﴾

"(এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে।" [সূরা ৮; আনফাল ৬৬]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣ ﴾

"কা-ফ হা ইয়া আঈন ছোয়াদ। (হে নবী, এ হচ্ছে) আপনার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলোর) স্মরণ, যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন। যখন তিনি তার রবকে চুপে চুপে ডেকেছিলেন।" [সূরা ১৯; মারইয়াম ১-৩]

যাবতীয় চক্ষূরোগ চিকিৎসা ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে

দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠে

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴾

"এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে অত্যন্ত প্রখর (সব কিছুই এখন তুমি দেখতে পাবে)।" [সূরা ৫০; ক্বাফ ২২]

আয়াতে কারীমাটুকু সাতবার এবং সাথে প্রত্যেক বার রাসূলের উপর দুরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর আঙ্গুলদ্বয়ের উপর হালকা থুথু ছিটিয়ে তা দিয়ে চোখ দুটোকে মুছে দেবে।

আল্লাহর হুকুমে কিতাবুল্লাহ-এর বরকতে চোখ উঠা-সহ বিভিন্ন চক্ষুপীড়া থেকে নিরাপদ থাকবে আর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

***

দাঁতের ব্যথার জন্যে

ব্যথাযুক্ত গালের উপর (আঙ্গুল দিয়ে) লিখবে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের কান, চোখ দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন, একটি অন্তর কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় কর।" [সূরা ৬৭; মূলক ২৩]

এমনিভাবে আরো লিখবে,

﴿ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"আর যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই। এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।" [সূরা ৬; আনআম ১৩]

***